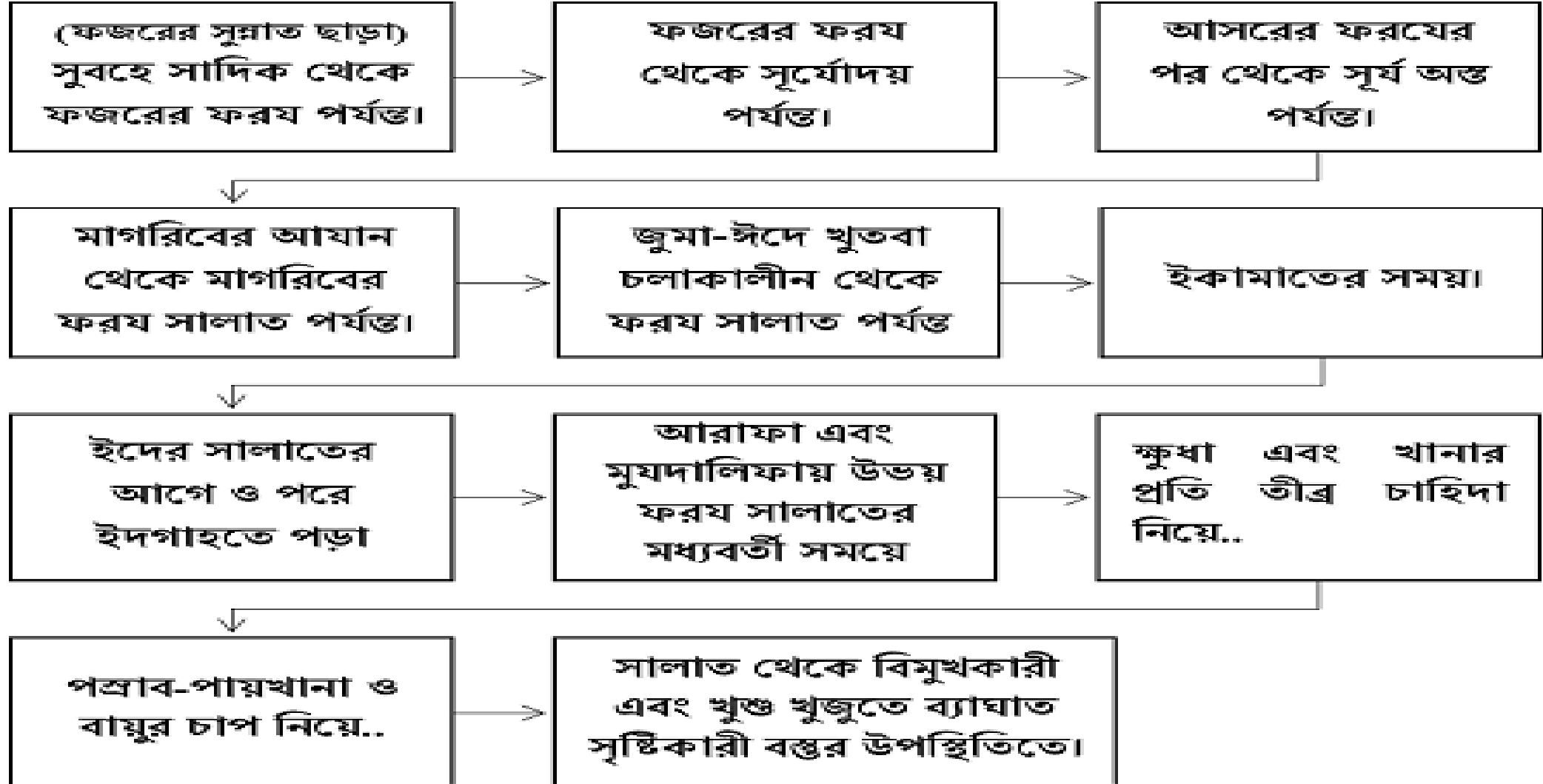


FQH = 22

1

খ. (নফল) সালাতের মাকরুহ সময় একনজরে নিম্নোক্ত সময়ে সালাত পড়া মাকরুহ



বিস্তারিত..

□ সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরয সালাতের আগে দুই রাকাত- সুন্নাত ছাড়া অন্য নফল সালাত পড়া মাকরুহ। চাই তা ঘরে পড়া হোক কিংবা মসজিদে। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়াতুল অজু বা দুখুলুল মসজিদ পড়া অনুচিত। তবে ফজরের সুন্নতের সাথে তাহিয়াতুল অজু ও দুখুলুল মসজিদ সালাতের নিয়ত করে নিলে সে সওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এবং জামাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বাকি সময় তাসবীহ-তাহলীল, দরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়বে। হযরত হাফসা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেন,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

রাসূল সাঃ ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তেন না।” সহীহ মুসলিম ১৭১১, সহিহ বুখারি ১১৭৩

ইমাম তিরমিযী রাহি. বলেন,

وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، كَرِهُوا أَنْ يَصْلِيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

আহলুল ইলম একমত যে, কোনো ফজরের সময় হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়া অতিরিক্ত নফল পড়াকে মাকরুহ মনে করেন।” তিরমিজি, হাদীস নং-৭৫

- ফজরের ফরজ সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল সালাত পড়া মাকরুহ।
- আসরের সালাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল সালাত পড়া মাকরুহ। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।” সহীহ বুখারী ৫৫১

বি.দ্র- পূর্বের প্রত্যেকটি মাকরুহ সময়ে (ফজরের ওয়াত্তের শুরু থেকে ফজরের সালাত এবং ফজরের সালাত থেকে সূর্যোদয় এবং আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত) কাযা সালাত, জানাযার সালাত এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা মাকরুহ নয়। ফিকহুল ইবাদাহ লিল হালাবী

❖ আবার কেউ যদি ঐ দিনের আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে-

সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। তবুও কাযা করা যাবে না। কারণ রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

“যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাত পেল সে আসরের সালাত পেল।” সুনানে নাসায়ি -৫১৮

❑ মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়ার পূর্বে নফল-সুন্নত সালাত পড়া মাকরুহ।

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন,

بَيْنَ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ

“প্রতিটি দুই আযান (আযান ও ইকামাত) এর মাঝে (নফল) সালাত আছে মাগরিব সালাত ছাড়া।” বায়হাকী-৪১৭২

প্রত্যেক সালাতের আযান ও ইকামাতে মাঝামাঝি সময়ে দুই রাকাত সালাত পড়া নফল। আবশ্যিক নয়। শুধু মাগরিব সালাতের ক্ষেত্রে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাৎ মাগরিবের আযান দিলে ফরজের আগে অন্য কোন সালাত নেই। হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ কে প্রশ্ন করা হল, মাগরিবের (ফরজের আগে ও আজানের পর) আগে কোন সালাত আছে কি? তিনি বললেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا،

“আমি নবীজী সাঃ এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে এ সময় সালাত পড়তে দেখিনি।” আবু দাউদ-১২৮৪

উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাতের হুকুম। তবে অন্যান্য মাযহাবে এ সময়ে সালাতের সুযোগ রয়েছে।

□ ইমাম যখন জুমআ-ঈদের খুতবার জন্য বের হন, তখন থেকে ফরয সালাত থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

ক. হযরত নুবাইশা হুজালী রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

“যখন কোন মুসলমান জুমআর দিন গোসল করে অতঃপর মসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব সালাত পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে এবং ইমাম সাহেব খুতবা ও জুমআ শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে; তাহলে, যদি এ জুমআয় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবো” মুসনাদে আহমাদ: ২০৭২১

খ. হযরত উরওয়াহ রা. বলেন,

إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ

“ইমাম মিন্বারে বসলে কেউ কোন সালাত পড়বে না। ইবনে আবী শাইবা: ৫২১৩

□ ইকামাতের সময়: সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য সালাত পড়া মাকরুহ।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

“যখন সালাত শুরু হয়, তখন ফরয সালাত ছাড়া আর কোন সালাত নেই।” তিরমিজী, ৪২১

বি.দ্র. তবে ফজরের সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে ইকামাতের পরও মসজিদের কোনো কোণে তা আদায় করতে বলা হয়েছে, যদি দ্বিতীয় রাকাআত পাওয়া যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে।

বহু সংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী এমন ছিলেন, যারা কখনো যদি মসজিদে এসে দেখতেন যে, ফজরের ইকামাত বা জামাত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে মসজিদের ভেতরে জামাতের কাতার থেকে দূরে বারান্দায় বা মসজিদের এক প্রান্তে কিংবা খুঁটির আড়ালে ফজরের দু’রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিতেন। তারপর জামাতে শরীক হতেন। আর কিছুসংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী মসজিদের ভেতরে তা পড়তেন না। তবে মসজিদের বাইরে ঘরে বা পথে অথবা মসজিদের দরজায় পড়তেন। তারপর ইমামের সাথে শরীক হতেন।

ক. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত,(কূফার গভর্নর) সায়ীদ ইবনে আস তাঁকে এবং হুযায়ফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে ফজরের সালাতের আগে ডাকলেন। তাঁরা (কাজ শেষে) তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد، فصلى الركعتين، ثم دخل في الصلاة

“ইতিমধ্যে মসজিদে ফজরের সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেছে। ইবনে মাসউদ রা. মসজিদের একটি খুঁটির আড়ালে ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন।” শরহু মাআনিল আসার ১/৬১৯

খ. আবু মিজলায থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি ফজরের জামাত চলা অবস্থায় ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইবনে উমর রা. জামাতের কাতারে প্রবেশ করলেন। আর ইবনে আব্বাস রা. ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন। -প্রাগুক্ত

উল্লেখ্য- কতিপয় সাহাবী-তাবেয়ী إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ (সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়)-এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইকামাত বা জামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়তেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু হুরায়রা রা., আবু মূসা আশয়ারী রা., মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রাহি. তাঁরা إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ-এই হাদীসের বিধানকে সকল সালাত এমনকি ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করতেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী-তাবেয়ী ফজরের সুন্নাত অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় এই বিধান থেকে একে ভিন্ন মনে করতেন। হাদীসটিকে তাঁরা ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করতেন। ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাগিদ এবং আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনা থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয়।

বি.দ্র- সময় যদি এত কম হয় যে সুন্নাত পড়তে গেলে ফরয সালাত শেষ হয়ে যাবে, তাহলে সুন্নাত পড়া মাকরুহ।

□ ঈদের সালাতের আগে নফল সালাত পড়া এবং পরে [ইদগাহে] পড়া মাকরুহ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

“রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি।” সহীহ মুসলিম-1944

□ আরাফার ময়দানে, বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য যোহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

মুজদালিফায় বিশেষ করে হজ যাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا

“নবী (সা.) আরাফাহর ময়দানে এক আযান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু এ দুই সালাতের মধ্যখানে কোনো [সালাত] তাসবীহ পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামাতে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেছেন এবং দুই সালাতের মাঝখানে কোন তাসবীহ [সালাত] পড়েননি।” আবু দাউদ-

❑ খুব ক্ষুধা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ঐ অবস্থায় সালাত পড়া মাকরুহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গেই মন লেগে থাকবে; সালাতের সঙ্গে নয়। সহীহ মুসলিম, ৮৬৯

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

“খানার উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই।” সহীহ মুসলিম ৫৬০

সুতরাং যখন খানা তৈরী হয়ে যায় এবং সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন আগে খানা খেয়ে নেয়া। কারণ, এমতাবস্থায় সালাতে একাগ্রতা আসে না।

রাসূল সা. বলেন,

إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب

“যখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়ে যায়, তখন মাগরিবের আগে খানা খেয়ে নাও। [খানা শেষ করতে] তাড়াহড়ো করো না।”

বুখারী -672

□ প্রস্রাব-পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আল-আরকাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি (উরওয়া) বলেন, একদা সালাতের ইকামাত হয়ে গেল। তিনি (আব্দুল্লাহ) এক ব্যক্তির হাত ধরে তাকে সামনে ঠেলে দিলেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম) স্বীয় গোত্রে ইমাম ছিলেন (সালাত শেষে) তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছিঃ

"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ"

“সালাতের ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নেবো”

তিরমিজি, ১৪২

□ এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে, যে বস্তু সালাত থেকে বিমুখকারী এবং খুশু খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী।

সালাতের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন কারুকার্য খচিত, লেখা ও ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত, রঙ্গিন ও ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান না করা।

আয়েশা রা. বলেন, ‘রাসূল সা. একটি কাপেটে সালাত আদায় করার সময় তার কারুকার্যের প্রতি নজর পড়ে। সালাত শেষ করে বলেন, এ কাপেটটি আবু জাহাম ইবনে হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও, আর আমার জন্য একটি আনজাবিয়া তথা কারুকার্যহীন কাপড় নিয়ে আস। এ কাপেটটি সালাতের ভেতর আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।’ সহীহ মুসলিম-৫৫৬